ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩২ বর্ষ ৯ম সংখ্যা | ওয়েব সাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫, ১৫ মে ২০১৮

ঢাবি ক্যাম্পাসে বড় পর্দায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ পর্যবেক্ষণ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ উপলক্ষে গত ১১ মে ২০১৮ শুক্রবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে ক্যাম্পাসে বড় পর্দায় উৎক্ষেপণ পর্যবেক্ষণের আয়োজন করা হয়।

দিবাগত রাত ১.৪৫ মিনিটে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রের ভেতরে ও ছাত্রশিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে দুটি স্থানে বড় পর্দায় এটি পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামালসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মহাকাশ জয়ের এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর সরকার, বাংলাদেশের জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময় উৎক্ষেপণ শেষে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি কক্ষপথে সফলভাবে প্রবেশ করেছে।

ঢাবি'র ৫১তম সমাবর্তন আগামী ৬ অক্টোবর

আগামী ৬ অক্টোবর ২০১৮ শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হবে। সমাবর্তন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা গত ৯ মে ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, ডিন, প্রভোস্ট, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, ইনস্টিটিউটের পরিচালক, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং সাধারণ সম্পাদক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম সহ অফিস প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ৫১তম সমাবর্তন বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজনে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সমাবর্তন অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সভায় ১টি নির্বাহী কমিটি, ১টি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ২৬টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৩০ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫১তম সমাবর্তনে সমাবর্তন বক্তা হিসেবে লাইবেরিয়ার নোবেল শান্তি পুরস্কার প্রাপ্ত মিজ. লেমাহ গবায়েই কে আমন্ত্রণ জানানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। উক্ত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তাঁকে ডক্টর অব লজ ডিগ্রি প্রদান করারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৩০জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ২১জনের এম.ফিল. ডিগ্রী লাভ

গত ৩০ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের সভায় ৩০জন গবেষককে পিএইচ.ডি. এবং ২১জন গবেষককে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রাপ্তরা হচ্ছেন- মোছা: পারভীন আক্তার (বাংলা বিভাগ); ছাবিয়া খানম ও মুহাম্মদ আমীমুল এহসান (আরবী বিভাগ); মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন ও মোহাম্মদ কুতুব উদ্দিন (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ); নাজলী চৌধুরী ও আবু খালেদ মো: খাদেমুল হক (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ); মোহাম্মদ মনযুর-উল-হায়দার (নৃবিজ্ঞান বিভাগ); ইসমত আরা (উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ); মো. জহুরুল ইসলাম ও শারমিনা হোসাইন (গণিত বিভাগ); রিফাত সামাদ, (২য় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাবি-এ 'ওআইসি-আইআরসিআইসিএ চেয়ার' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে

ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিষয়ক গবেষণা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে 'ওআইসি-আইআরসিআইসিএ চেয়ার' প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এই চেয়ার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ওআইসি রিসার্চ সেন্টার ফর ইসলামিক হিস্ট্রি, আর্ট এন্ড কালচার (আইআরসিআইসিএ)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ৪৫তম সম্মেলনে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন এবং আইআরসিআইসিএ-এর মহাপরিচালক ড. হালিত ইরেন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির লোকের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইআরসিআইসিএ এক যোগে কাজ করবে। উভয় প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে সভা, সেমিনার, কর্মশালা ও সম্মেলন আয়োজন করবে। উচ্চশিক্ষার জন্য তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করবে। এছাড়া, ইসলামের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিষয়ে মূল্যবান গবেষণা কর্মের জন্য গবেষকদের এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে।

পবিত্র শবে বরাত পালিত

পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষে গত ১ মে ২০১৮ বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ 'মসজিদুল জামি'আয়' এক আলোচনা সভা, মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

এতে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সুপার নিউমারারি অধ্যাপক ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার। আরও উপস্থিত ছিলেন মসজিদুল জামি'আ কমিটির সভাপতি কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দীন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মো. এনামউজ্জামান।

বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও অপচয় রোধে অর্থবছরের সময়সীমা পুনর্নির্ধারণ জরুরী- উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান জাতীয় বাজেটের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও অপচয় রোধে অর্থবছরের সময়সীমা জুলাই-জুন এর পরিবর্তে জানুয়ারি-ডিসেম্বর অথবা এপ্রিল-মার্চ করার প্রস্তাব দিয়েছেন। গত ১০ মে ২০১৮ মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে বক্তব্য দেন ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাসময় বাজেট বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বর্ষাকাল শুরুর আগেই প্রকল্পের

"টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক বাজেট : সামাজিক খাত কেন্দ্রিক পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা" শীর্ষক প্রাক-বাজেট আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই প্রস্তাব দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় কাজী রোজী এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ও সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ এবং অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. বজলুল হক খন্দকার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেন অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শফিক উজ্ জামান ও কমনওয়েলথ সচিবালয়ের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শাখার সাবেক প্রধান ড. এম এ রাজ্জাক। স্বাগত কাজ শেষ করা উচিৎ। 'আমাদের দেশে অর্থবছরের শুরুর দিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীর গতি থাকে এবং অর্থবছরের শেষের দিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের হিড়িক পড়ে' মন্তব্য করে উপাচার্য বলেন, এতে জাতীয় অর্থের ব্যাপক অপচয় ঘটে। প্রকল্পের সঠিক মানও বজায় রাখা যায় না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে তিনি অর্থবছরের সময়সীমা পুনর্নির্ধারনের আহ্বান জানান। উপাচার্য শিক্ষা ও গবেষণা খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব দেন।

মূল প্রবন্ধে বক্তারা সামাজিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতার সমন্বয় ঘটিয়ে বাজেট পরিকল্পনা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দুর্নীতি, সক্ষম জনশক্তির অভাব ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা বাজেট বাস্তবায়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলে তারা উল্লেখ করেন।

ঢাবি-এ ডিএনএ দিবস উদ্‌যাপন

'পরিচ্ছন্ন ও সবুজ বাংলাদেশের জন্য জীবপ্রযুক্তি' প্রতিপাদ্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বিশ্ব ডিএনএ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২৬ এপ্রিল ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেমিনার উদ্বোধন করেন।

জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাজমুল আহসানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ইমদাদুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন লবণ সহিষ্ণু ধান নিয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. জেবা ইসলাম সেরাজ। এছাড়া, জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণার ওপর বিশেষ বক্তৃতা প্রদান করেন জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. শরীফ আখতারুজ্জামান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পরিচ্ছন্ন ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ার জন্য জীবপ্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, আমাদের জাতীয় দিবসের পাশাপাশি এ ধরনের আন্তর্জাতিক দিবসও পালন করা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ্য, সারাদেশ থেকে প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষার্থী এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ইন্টারন্যাশনাল অটিজম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ১২ মে ২০১৮ ঢাবি চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় দিনব্যাপী গ্লোবাল অটিজম অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি।

অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতীয় উপমহাদেশের মহান নেতা শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের ৫৬তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে গত ২৭ এপ্রিল ২০১৮ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের মাজারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

বুদ্ধ পুর্ণিমা স্মরণানুষ্ঠান ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের আয়োজনে বুদ্ধ পূর্ণিমা স্মরণানুষ্ঠান ও গুণীজন সংবর্ধনা অনুষ্ঠান গত ১০ মে ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন। প্রধান আশীর্বাদক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, বাংলাদেশ-এর অধ্যক্ষ ভদন্ত ধর্মমিত্র মহাথেরো। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত, চার্চ অব বাংলাদেশের মডারেটর বিশপ পল শিশির সরকার ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ উপ কমিটির সহ-সম্পাদক ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি এন্ড বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া ও বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশনের সাধারন সম্পাদক সুনন্দপ্রিয় ভিক্ষু।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান তার বক্তব্যে বলেন, এই অনুষ্ঠানটি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অসাধারন এক মিলনমেলা, সব ধর্মের মানুষই এখানে উপস্থিত। এটি একটি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব ও তার দর্শন মানব সমাজে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে। মানবতাবাদী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বুদ্ধের অন্যতম দর্শন, তাই সব ধর্মের মানুষের অংশগ্রহনে এটি একটি উৎসবে পরিণত হয়েছে। যারা ধর্মকে অপব্যবহার করে মানুষের মধ্যে হানাহানি ও বিরোধ তৈরি করে, সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চায়, তারা ধর্মের সঠিক চর্চাকারী নয়। ধর্মের প্রকৃত দর্শন ও মানবিক চর্চা করা আমাদের সকলেরই উচিৎ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের ৩০ বছর পূর্তিতে গুণীজন সংবর্ধনা পর্বে প্রবীন সাংবাদিক ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ পথিকৃত দেবপ্রিয় বড়ুয়াকে আজীবন সম্মাননা ও শাস্ত্রীয় সংগীত সাধক ওস্তাদ অমিতাভ বড়ুয়াকে সংগীতে মরণোত্তর সম্মাননা দেওয়া হয়। এছাড়া শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক অধ্যাপক ডাঃ উত্তম বড়ুয়াকে চিকিৎসায় এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বপন বড়ুয়াকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা সম্মাননা প্রদান করা হয়। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের সাময়িকপত্র 'সৌম্য' এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

৩০জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ২১জনের এম.ফিল. ডিগ্রী লাভ

(১ম পৃষ্ঠার পর) সুমনা আফরোজ, তানজিনা আখতার বানু ও শেফালী বুনার্জী (উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ); মারিয়া জামান (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ); মো: তৌহিদুল ইসলাম ও মো: মহিউদ্দীন (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ); সুমাইয়া ফারাহ্ খান (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ); মো: মোহসীন আলী (মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ); লিপি গ্লোরিয়া রোজারিও (এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজী বিভাগ); শেহেলী পারভীন ও মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (মার্কেটিং বিভাগ); মুহাম্মদ মাসুম ইকবাল (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগ); মো: জহিরুল ইসলাম ও মো: শফিকুল ইসলাম (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট); মো: রফিকুল ইসলাম চৌধুরী (পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট); জান্নাতারা শেফা (পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট); তুহিন রায় ও মোসাম্মৎ রওশন আরা (ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউট)।

এম.ফিল. ডিগ্রীপ্রাপ্তরা হচ্ছেন- আয়শা সিদ্দিকা (বাংলা বিভাগ); মো: আসাদুজ্জামান (ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ); মুহাম্মদ ইসমাইল ও মো: মাইন উদ্দিন (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ); সোনিয়া নাজনীন ও সাবরিনা আকতার (তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ); মো: ইমরুল কায়েস ও ফরিদা ইয়াসমিন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ); তাসনুভা হাবিব জিসান (লোক প্রশাসন বিভাগ); সঞ্চিতা পাল (ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ); মেহজারীন বিনতে গাফফার ও রোকসানা আক্তার (চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগ); মো: আজহারুল ইসলাম (এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজী বিভাগ); মো: রফিকুল ইসলাম (ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ); মোহা: কলিম উদ্দিন (ম্যানেজমেন্ট বিভাগ); মো: মনির হোসেন (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ), ফারহানা রব শম্পা (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ); মোছা: রোজিনা পারভিন (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), এস. এম. কামরুদ্দীন রূপম (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট), এবং রহিমা আফরোজ (সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট)।

অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র এবং জাতীয় অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ বাঙালির প্রায় প্রতিটি আন্দোলনে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে লন্ডনে পিএইচডি করার সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তিনি। একজন শিক্ষক, গবেষক সর্বোপরি বাংলাদেশের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় তাঁর অবদান দেশবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নূরউল ইসলামের জন্ম ১৯২৭ সালে ১ মে, বগুড়ায়। তিনি কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে গ্র্যাজুয়েশনের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেন। পরে লন্ডন ইউনিভার্সিটির প্রাচ্যভাষা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র সোয়াস থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। 'সাহিত্যিক' ও 'সুন্দরম' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সাহিত্যে অবদানের জন্য একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক পেয়েছেন।

টেলিভিশনে উপস্থাপনার জন্যও অনেকের কাছে পরিচিত মুখ ছিলেন মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। বিটিভিতে 'মুক্তধারা' অনুষ্ঠানটি একাধারে ১৫ বছর উপস্থাপনা করেন তিনি।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বার্ধক্যজনিত কারণে গত ৯ মে ২০১৮ রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নিজ বাসায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। মৃত্যুকালে তিনি দুই ছেলে, দুই মেয়ে, আত্মীয়স্বজন সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

কবি বেলাল চৌধুরী-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক

একুশে পদকপ্রাপ্ত কবি বেলাল চৌধুরী-এর মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কবি বেলাল চৌধুরী কবিতা ছাড়াও সাহিত্যের অন্যসব শাখায়ও সক্রিয় ছিলেন। তিনি বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, অনুবাদক এবং সাংবাদিক হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। তবে কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং নবীন লেখক ও তরুণদের তিনি অনুপ্রাণিত করেন।

উপাচার্য মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

বেলাল চৌধুরী সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০১৪ সালে একুশে পদক অর্জন করেন। এছাড়া, বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, নীহাররঞ্জন স্বর্ণপদক, জাতীয় কবিতা পরিষদ পুরস্কারসহ নানা সম্মাননা লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৪ এপ্রিল ২০১৮ বেলাল চৌধুরী রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি এক মেয়ে, দুই ছেলে আত্মীয়স্বজন সহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫৭তম জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়োজনে গত ৮ মে ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্র-জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্মে শিলাইদহের প্রভাব'। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সঙ্গীত বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার এনামউজ্জামান।

সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান কবিগুরুর অমর স্মৃতি ও অনবদ্য সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, মানবকল্যাণমূলক অনেক ভাবনা কবিগুরুর আছে। যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, পরিবেশ ও কৃষি ভাবনা এবং একটি সচেষ্ট সমাজ বিনির্মানের ভাবনা। একটি অর্ন্তভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের কথা যেটি আমরা আজকে ভাবছি সেটি রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ই ভেবেছেন, তাই রবীন্দ্রনাথ সবসময়ই সমকালীন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রবীন্দ্রনাথের অনেক লেখনী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'সোনার বাংলা' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান তাঁর মূল প্রবন্ধে বলেন, পূর্ব বঙ্গে নাগরিক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিল্পকর্মের ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কৌশলের তীর্থকেন্দ্র ছিল শিলাইদহ। শিলাইদহে আসা ও বসবাসের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে পূর্ব বঙ্গের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। গ্রাম বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য, জীবন ও জনপদ, গ্রামীন জীবনের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও সংস্কার তার সৃষ্টিকর্মে প্রভাব ফেলেছে। পাশাপাশি পদ্মা, ইছামতি, আত্রাই, গড়াই, বড়াল ও চলনবিল তীরবর্তী অঞ্চলের রূপবৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টির ধারণায় নতুন। বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত উৎস রূপে এই এলাকার মানুষ ও প্রকৃতি তার সৃষ্টিকে বৈচিত্রে সমৃদ্ধ করেছিল। এর প্রভাব এটতাই ছিল যে পারিবারিক জমিদারি তদারকি করতে এসেও সাধারন মানুষের জীবন বেদনার সাথে তিনি জড়িয়ে পড়েন। দয়া ও প্রেম রবীন্দ্র দর্শনের মূল পাটাতন। 'যাকে তুমি পশ্চাতে ফেল সে তোমাকে পশ্চাতে টানিছে' গীতাঞ্জলি থেকে চরণটি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, সমাজের সকলের অংশগ্রহণ ছাড়া সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়, সেই কথাটিই আজ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় স্থান পেয়েছে। ২০৪১ সালে আমরা যে উন্নত দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখি সেই স্বপ্ন নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার এখনই সময়।

বক্তৃতানুষ্ঠান শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগ এবং নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল ফুটবল প্রতিযোগিতা (ছাত্র-ছাত্রী) সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ছাত্রী বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রোকেয়া হল। এ উপলক্ষে গত ৯ মে ২০১৮ রোকেয়া হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় রোকেয়া হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. জিনাত হুদা, হলের আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল ফুটবল প্রতিযোগিতা (ছাত্র-ছাত্রী)-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গত ৩ মে ২০১৮ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ছাত্র বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ফজলুল হক মুসলিম হল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ফুটবল কমিটির সভাপতি ও জগন্নাথ হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার। এসময় ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, হলের আবাসিক শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্যের সাথে বিদেশী অতিথিবৃন্দের সাক্ষাৎ

ইউএনএফপিএ আবাসিক প্রতিনিধি

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)-এর আবাসিক প্রতিনিধি ড. আছা তুর্কেলসোন গত ২৪ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম এবং অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল হক উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউএনএফপিএ-এর মধ্যে মাতৃমৃত্যু, প্রজনন স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা এবং বাল্য বিয়ে প্রতিরোধ সংক্রান্ত চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, সামাজিক ও পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের বয়স্ক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিষয়ে যৌথ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগের উন্নয়নে ইউএনএফপিএ প্রতিনিধির সহযোগিতা চান। ইউএনএফপিএ প্রতিনিধি এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার আশ্বাস দেন। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান এবং আশা প্রকাশ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউএনএফপিএ'র মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে।

সিহানুক বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটির রেক্টর

কম্বোডিয়ার সিহানুক বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটির রেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. খি সুভান্‌রাতানা গত ৩ মে ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, রিলিজিয়ন্স ফর পিচ এশিয়ার বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের সাধারণ সম্পাদক প্রিন্সিপ্যাল সুকোমল বড়ুয়া এবং ঢাকাস্থ ধর্মরাজিক বৌদ্ধবিহারের ভিক্ষু ভদন্ত কলিতো উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কম্বোডিয়ার সিহানুক বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটির মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া, উভয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়। শিক্ষা ও গবেষণা সংক্রান্ত একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাব্যতা নিয়েও তাঁরা মতবিনিময় করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

ডি-৮ এর মহাসচিব

ওআইসি সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশ সফরকালে ডি-৮ এর মহাসচিব এ্যাম্বাসেডর দাতো'কু জাফর কু শারি গত ৬ মে ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তাঁর সঙ্গে ডি-৮ এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে বিশেষ করে ডি-৮ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। ডি-৮ এর মহাসচিব এ্যাম্বাসেডর দাতো'কু জাফর কু শারি তাঁর সংস্থার কার্যক্রম, গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী বিস্তারিতভাবে উপাচার্যকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, ডি-৮ এর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করতে তাঁর সংস্থা খুবই আগ্রহী। এ ব্যাপারে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যের সাহায্য-সহযোগিতা আশা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ডি-৮ এর মহাসচিবকে তাঁর সংস্থার শিক্ষা ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে সম্ভাব্য সবরকম সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। তিনি এ ব্যাপারে ডি-৮ সদস্য রাষ্ট্রসমূহ থেকে একটি করে স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নতুন একটি 'ডি-৮ বিশ্ববিদ্যালয় ফোরাম' গঠনের প্রস্তাব দেন। তাঁর এই প্রস্তাব গ্রহণ করে ডি-৮ এর মহাসচিব বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, পর্যটন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একত্রে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

এডিবি কান্ট্রি ডিরেক্টর

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ গত ৭ মে ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এডিবি'র পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের টিম লিডার জহির উদ্দিন আহমদ এসময় তার সঙ্গে ছিলেন।

বৈঠককালে তারা বাংলাদেশে দক্ষ মানব সৃষ্টির লক্ষ্যে কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও জ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা আরও সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দক্ষ মানব সম্পদ, টেকসই শিল্পনীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে তারা বর্ণনা করেন। এডিবি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর বাংলাদেশে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই আগ্রহের জন্য উপাচার্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর

অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর জন এ্যাবোট এবং ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক স্কট বোম্যান গত ৭ মে ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম, অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. কামরুল আলম এবং মোনাশ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. জুলি ওলফ্রাম কক্স উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটি এবং মোনাশ ইউনিভার্সিটির মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিষয়ে আলোচনা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ছাত্র-শিক্ষক বিনিময়ের ব্যাপারেও মত বিনিময় করা হয়। পারস্পরিক স্বার্থে আন্ত:বিভাগীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন।

ওআইসি সম্মেলন উপলক্ষে বাংলাদেশ সফরকালে ডি-৮ এর মহাসচিব এ্যাম্বাসেডর দাতো'কু জাফর কু শারি গত ৬ মে ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন প্রকাশ গত ৭ মে ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার সেন্ট্রাল কুইন্সল্যান্ড ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর জন এ্যাবোট এবং ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক স্কট বোম্যান গত ৭ মে ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

কম্বোডিয়ার সিহানুক বুদ্ধিস্ট ইউনিভার্সিটির রেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. খি সুভান্‌রাতানা গত ৩ মে ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সাথে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের ১২তম আন্তর্জাতিক ইতিহাস সম্মেলন অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের ১২তম দ্বি-বার্ষিক (৪৮তম বার্ষিক) আন্তর্জাতিক ইতিহাস সম্মেলন ও সাধারণ সভা গত ২৭ এপ্রিল ২০১৮ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে উদ্বোধন করা হয়। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি।

এতে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। মূল বক্তা হিসেবে "বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্র" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক ড. সুফিয়া আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পরিষদের কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পরিষদের যুগ্ম-সম্পাদক মো. আবদুর রহিম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে গবেষণা প্রয়োজন। দেশে যতটুকু গবেষণা হয়েছে তা অপ্রতুল, আংশিক ও খন্ডিত। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে এক কোটি শরণার্থী ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানকার মানুষ তাঁদের মুখে খাবার তুলে দিয়েছিলেন, সেই ইতিহাস কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের যে ক্ষেত্র রয়েছে, বিভিন্ন দিক রয়েছে, সেগুলো এখনো অনাবিষ্কৃত। এগুলো সঠিকভাবে লিখতে হবে। যদি সঠিকভাবে লেখা না হয়, তাহলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিনির্মাণ ও সংরক্ষণে দেশের সব পর্যায়ের ইতিহাসবিদদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ বাঙালি সংস্কৃতির মানুষকে ঐক্যবদ্ধ রেখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সম্মেলনে পরিষদ ছাড়াও দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসবিদ, শিক্ষক, গবেষক ও বিদেশি অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশে নিযুক্ত জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল (ইউএনএফপিএ)-এর আবাসিক প্রতিনিধি ড. আছা তুর্কেলসোন গত ২৪ এপ্রিল ২০১৮ উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন-এর অ্যানথ্রোপলোজি এন্ড ভিজ্যুয়াল কালচারের অধ্যাপক ক্রিসটোফার পিনএ গত ২৫ এপ্রিল ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃবিজ্ঞান বিভাগ পরিদর্শন করেন। এসময় নৃবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হাসান এ. শাফী এবং বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সাইফুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন-এর মধ্যে ভিজ্যুয়াল অ্যানথ্রোপলোজি বিষয়ে যৌথ গবেষণা কার্যক্রম চালুর সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

কলা অনুষদের ১২৯ জন শিক্ষার্থী ও ২জন শিক্ষককে ডিন্‌স এ্যাওয়ার্ড প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদভুক্ত ১৬টি বিভাগের ২০১৫ ও ২০১৬ সালের স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ ১২৯ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'ডিন্‌স এ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সেরা গবেষণা গ্রন্থ রচনার জন্য 'ডিন'স মেরিট এ্যাওয়ার্ড ফর টিচারস' পান ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এবং সেরা গবেষণা প্রবন্ধ রচনার জন্য একই পুরস্কার লাভ করেন ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আকসাদুল আলম। গত ২৪ এপ্রিল ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে জাঁকজমকপূর্ণ এক অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেনের স্বাগত ভাষণের পর পরিবেশিত হয় উদ্বোধনী সংগীত ও নৃত্য। উদ্বোধনী পর্বে 'কলা অনুষদ: শতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে' শীর্ষক তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সম্মানিত অতিথি ও মূখ্য বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। ধন্যবাদ প্রদান করেন দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. সাজাহান মিয়া এবং এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্য থেকে অনুভূতি প্রকাশ করেন মো. ইজাজুল করিম ও আজরিন আফরিন। কলা অনুষদের প্রাক্তন ডিনবৃন্দ ছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যানবৃন্দ, বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের অভিভাবকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জনের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদের এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তি নিজের ও তাদের পরিবারের জন্য একটি গৌরবের ব্যাপার। সত্য ও সুন্দরের বহিঃপ্রকাশ করে একটি সুন্দর মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা পায়, যা একটি সমন্বিত সমাজ বিনির্মানে সহায়ক, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও নানা শ্রেণি পেশার মানুষের মেলবন্ধন তৈরী হয়। 'ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকাও একটি মূল্যবোধ' উল্লেখ করে উপাচার্য আশা প্রকাশ করেন যে, এই মেধাবী শিক্ষার্থীরা এখান থেকে যে মূল্যবোধ ধারণ করল তা তাদের ভবিষ্যৎ পারিবারিক ও কর্মজীবনে আরও বিকশিত হবে। উপাচার্য আরও বলেন, পিতামাতার প্রতি যে দায়িত্ববোধ শিক্ষার্থীরা লালন করে, একই রকম দায়িত্ববোধ মেধাবীদের কাছে আশা করে মাতৃসম এই প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মূখ্য বক্তা অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম তার অনুপ্রেরণামূলক বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য হল, তথ্যকে জ্ঞানে রূপান্তর করা এবং জ্ঞানকে প্রজ্ঞায় রূপান্তর করা। প্রজ্ঞা চিরস্থায়ী তাই জ্ঞানের চর্চা সবসময় জাগ্রত রাখতে হবে। বই জানালা তৈরি করে যে জানালা দিয়ে জ্ঞান প্রবেশ করে। জ্ঞানের জন্য পরিচ্ছন্ন স্থান প্রয়োজন, পরিচ্ছন্ন চিন্তা-ভাবনা ও জীবন প্রয়োজন। মতলবী স্থানে জ্ঞান বাস করতে পারে না। সংস্কৃতি মানুষকে জাগ্রত রাখে এবং জীবনে পরিশুদ্ধতা আনে। সুন্দর ও সৎ জীবন গঠন করতে শিক্ষার আদর্শ অনুযায়ী মাথা উঁচু রাখতে হবে, এজন্য দরকার উদার মানবিক চিন্তা, মূল্যবোধ ও আদর্শ।

উল্লেখ্য, 'ডিন'স মেরিটলিস্ট অব এক্সসেলেন্স' (জিপিএ ৪ এর মধ্যে ৪ অর্জনকারী), 'ডিন'স মেরিট লিস্ট অব অনার' (জিপিএ ৪ এর মধ্যে ৩.৮৫-৩.৯৯ অর্জনকারী) ও 'ডিন'স মেরিটলিস্ট অব একাডেমিক রিকগনিশন' (জিপিএ ৪ এর মধ্যে ৩.৬০-৩.৮৪ অর্জনকারী) এই তিনিটি ক্যাটাগরীতে ১২৯ জন শিক্ষার্থীকে ডিন'স এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন'স্ এ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৩জন শিক্ষার্থী

২০১৫ ও ২০১৬ সালের বিএসসি সম্মান পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১৩জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে "ডিন'স্ এ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। গত ৩০ এপ্রিল ২০১৮ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলে দেন।

ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হাসানুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভাগীয় চেয়ারম্যানগণ এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের নাম ঘোষণা করেন। ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এস এম মোস্তফা আল মামুন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। জনগণের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অত্যাধুনিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। ভাল একাডেমিক ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৎ, দেশপ্রেমিক, সত্যনিষ্ঠ ও কৃতজ্ঞতাবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে হবে। অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য তিনি নতুন প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

এ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন - কাজল চন্দ্র পাল, তাহমিদ হাসান রূপম, মো. সামিউল ইসলাম, মো. ইকরামুল হক ও মার্শিয়া জামান শায়লী (ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং), মো. আদিব হাসান চিশতী, রিফাত আরা মাসুদ, মো. আশিকুর রহমান ও মো. মঈনুদ্দীন খন্দকার (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল) এবং মো. আশরাফুল ইসলাম, সায়ান্তন ভাদুরী দিব্য, সাবরিনা জামান ঈশিতা ও মো. মাহফুজ হাওলাদার (কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং)।

একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের বৃত্তি ফান্ডে বিভাগীয় দু'জন শিক্ষকের ৩৫ লাখ টাকার অনুদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে গঠিত "এ এন্ড আইএস বৃত্তি ফান্ডে" বিভাগীয় দু'জন বরেণ্য শিক্ষক ৩৫ লাখ টাকার অনুদান প্রদান করেছেন। ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তারা এই অনুদান দেন। এর মধ্যে অধ্যাপক ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক ২৫ লাখ টাকা এবং অধ্যাপক বেগম খালেদা খানম ১০ লাখ টাকার অনুদান প্রদান করেন। গত ২৬ এপ্রিল ২০১৮ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের সম্মেলন কক্ষে এক অনুষ্ঠানে অনুদানের এই চেক হস্তান্তর করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো: আব্দুল হাকিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখনে। স্বাগত বক্তব্য দেন বৃত্তি কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিভাগের প্রভাষক মিস জান্নাতুল নাঈমা। উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের সাহায্যার্থে গঠিত বৃত্তি তহবিলে অনুদান দেওয়ায় দাতাদের ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ হতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। সমাজেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অনুদান প্রদানকারী শিক্ষকদের আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে মানবতার কল্যাণে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কোন গুজব বা অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এতে নিজেদেরই মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং সমাজ, প্রতিষ্ঠান তথা দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে "এ এন্ড আইএস বৃত্তি ফান্ড" গঠন করা হয়। এই ফান্ডের আয় থেকে প্রতি বছর বিভাগের ১০০জন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়।

'আইএসআরটি গোল্ডেন জুবিলি এ্যাওয়ার্ড' পেলেন তাসনিম ফাতেমা আলম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান গবেষণা ও শিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আইএসআরটি)-এর অধীন বিএস অনার্স পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় তাসনিম ফাতেমা আলমকে 'আইএসআরটি গোল্ডেন জুবিলি এ্যাওয়ার্ড-২০১৮' প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গত ৬ মে ২০১৮ আইএসআরটি সেমিনার কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই এ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন।

আইএসআরটি'র পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. ইশরাত রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ড. পিকে মো. মতিউর রহমান বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান পরিবার, সমাজ তথা দেশের প্রতি আরও দায়বদ্ধ ও দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। সমাজের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, নৈতিক মূল্যবোধের অভাবেই সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে 'SAQS PEER REVIEWERS WORKSHOP' শীর্ষক এক কর্মশালা গত ১০ মে ২০১৮ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

আম্বিয়া খাতুন মজুমদার স্মারক স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধির জন্য ৫ লক্ষ টাকা প্রদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদভুক্ত প্রাচ্যকলা বিভাগে প্রতিষ্ঠিত 'আম্বিয়া খাতুন মজুমদার স্মারক স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ড'-এর মূলধন বৃদ্ধির জন্য মাহিন গ্রুপ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ-এর পক্ষে তার মেয়ে নূসরাত মাহমুদ ৫ লক্ষ টাকার একটি চেক গত ৯ মে ২০১৮ প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ-এর কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতর সংলগ্ন লাউঞ্জে আয়োজিত উক্ত চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক নিসার হোসেন, প্রাচ্যকলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মলয় বালা, ভারপ্রাপ্ত রেজিষ্ট্রার মো. এনামউজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপাচার্য ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি করার জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। একই সাথে প্রাচ্যকলা বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ায় আরও মনোযোগী ও উৎসাহিত হবে বলে উপাচার্য অশাপ্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর 'আম্বিয়া খাতুন মজুমদার স্মারক স্বর্ণপদক ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করা হয়। প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলা অনুষদের প্রাচ্যকলা বিষয়ে বিএফএ (সম্মান) পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ প্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থীকে এই স্বর্ণপদক প্রদান করা হবে।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, উপ-পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম ও মো: আবু বকর সিদ্দিক, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম এবং মোঃ নজরুল ইসলাম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং গ্র্যাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি., ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। ফোন: ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০২, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫